যুগান্তর

তারিখ 03 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আরও ১১৯ জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্যানেলের আরও ১১৯ জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে সোমবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হুক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। সরকারের সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। রিটের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া এবং রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম। এ ব্যাপারে আমাতুল করিম যুগান্তরকে বলেন, এদিন একই বিষয়ে প্রায় ৭ থেকে ৮টি রিট আবেদনের শুনানি হয়েছে এবং আদালত রুল জারি করেছেন। তবে অন্য আবেদনগুলোতে আবেদনকারীর সংখ্যা কম ছিল বলে জানান তিনি।

এই নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের জন্য মোট উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার ৬১১ জন। উত্তীর্ণদের পাঁচ বছরের মধ্যে মেধাতালিকার ক্রমানুসারে নিয়োগ দেয়ার কথা। কিন্তু মেধাতালিকা অনুসরণ না করেই ১০ হাজারের মতো নিয়োগ দেয়ার পর সরকার নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। এছাড়া পরে ইউনিয়নভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করার কারণে তালিকার প্রথম দিক থেকেও অনেকেই নিয়োগ পাননি। এ নিয়োগের জন্য নির্দেশনা চেয়ে প্যানেলভুক্ত জামালপুর জেলার সুলতানা খানম, সিরাজদিখান উপজেলার সুলতানা আকতার, রাজবাড়ী জেলার ইমরান শেখ, খোকসা উপজেলার বীণা সিকদারসহ বিভিন্ন জেলার ১১৯ জন শিক্ষক রিট করেন।